নিক ইত্তেফাক

2৭।০৩।২০০৩

তারিখ ....

পৃঃ ৭ কলাম ৩ ......

সমস্যার বেড়াজালে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুর সংবাদদাতা ॥ হাজী মোঃ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেইসব সমস্যা বিরাজমান তাহার মধ্যে পরিবহন সমস্যা প্রধান। অথচ দীর্ঘদিনেও ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবহন সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই। বর্তমানে কৃষি অনুষদে প্রায় ৭০০ ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। প্রতিদিন বিকালে গাদাগাদি করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের শহরে আসা-যাওয়া করিতে হয়। বিশেষ করিয়া ছাত্রীদের পক্ষে গাদাগাদি করিয়া শহরে যাওয়া অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরিবহন সমস্যা সমাধানে প্রশাসনকে আরও আন্তরিক হওয়া উচিত। শহর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ১৫ কিঃ মিঃ দূরে বলিয়া শহরে গিয়া টেলিফোন করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হইয়া ওঠে না। বাহিরে যোগাযোগের সহজ মাধ্যম টেলিফোন। কিন্তু বিপর্যস্ত টেলিফোন সেটটি দীর্ঘদিন ধরিয়া অকেজো। চিকিৎসা কেন্দ্র শুক্রবার-শনিবার বন্ধ থাকে। এইখানে রোগের প্রাথমিক চিকিৎসায় কিছু উপকরন ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নাই। কেহ অসুস্থ হইলে তাহাকে শহরে যাইতে হয়। এ্যাম্বুলেন্স না থাকায় অনেক ঝামেলার মধ্য দিয়া রোগীকে শহরে নিয়া যাইতে হয়। তাহাছাড়া চিকিৎসা কেন্দ্রে অধিকাংশ সময় কর্তব্যরত ডাক্তারকে পাওয়া যায় না।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক সংকট প্রকট। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম ও ২য় ব্যাচের ছাত্ররা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের গণরুমে গাদাগাদি করিয়া বসবাস করিতেছে। ১ম ও ২য় ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা সেমিষ্টার পদ্ধতি হইবে। যতদূর জানা গিয়াছে, সেমিষ্টার পদ্ধতির ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাপড়ার অন্যতম পূর্ব শর্ত আবাসিক সুবিধা প্রদান। কিন্তু এইখানে তাহার ঠিক উল্টা।

হাজী দানেশ কৃষি কলেজটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যেই সুযোগ-সুবিধা থাকিবার দরকার তাহার কোনটিই নাই।